শীতের প্রারম্ভেই সেই দূর-দিগন্ত থেকে রাজনৈতিক পরিসীমা অগ্রাহ্য করে উড়ে আসে কত নাম না জানা যাযাবর ভিনদেশি পাখির দল। ঝাঁকে ঝাঁকে দল বেঁধে আসার যাত্রাপথে, তাদের থাকে না কোন প্রতিযোগিতা। অথচ আমাদের মানব সমাজে সর্বদাই চলেছে স্বার্থ ও লোভের প্রতিযোগিতা। আর এই প্রতিযোগিতায় সবাই 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র মতো এগিয়ে চলেছে লালসার লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে। তাহলে কি সমাজ ভুলে গেছে প্রকৃত জ্ঞান-সাগরে ভেসে থাকার শ্রেষ্ঠত্ব!

গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৪, সংখ্যা ৭

ডিসেম্বর ২০২২

বর্ষোত্তর সংখ্যা

কলম হাতে

ডাঃ অমিত চৌধুরী, শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ মোদক, শীলা সরকার, নাহার আলম, রাজশ্রী দত্ত এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

@Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়েপায়ে

বর্ষ শেষের অনুভূতি মনকে করে তোলে ভারাক্রান্ত। একটা গোটা বছরের অভিজ্ঞতা ও ভালো-মন্দের জীবন স্রোত মনকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে যায়। তবে আশা কিংবা নিরাশা যাই থাকুক না কেন, নতুন বছরের আগমন নতুন ভাবনা ও উদ্দীপনার সাথে নতুনভাবে শুরু হয়। আমাদের 'গুঞ্জন' ই-পত্রিকাটিও নতুন বছরে নিয়ে আসছে এক নতুন বার্তা। নতুন বছর থেকে গুঞ্জন ই-পত্রিকাটি এবার ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হবে। তাই লেখক ও লেখিকারা এখন আরও কিছুটা সময় নিয়ে, আরও নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে লিখতে পারবেন।

বিগত কয়েক মাস ধরে আমাদের কাজের যান্ত্রিক কিছু গোলযোগের কারণে পত্রিকা প্রকাশে খানিক বিলম্ব হচ্ছে। এর জন্য সত্যিই আমরা দুঃখিত। তবে আমরা এই অসুবিধা অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। এবার থেকে 'গুঞ্জন' ত্রৈমাসিক ই-পত্রিকাটি যথাযথ সময় প্রকাশিত হবে। 'গুঞ্জন' ত্রৈমাসিক ই-পত্রিকা'র বিষয় ও সময়সূচী আমাদের ফেসবুকের পাণ্ডুলিপি গোষ্ঠীতে সত্বর জানানো হবে। আপনাদের ক্ষুরধার লেখনী দিয়ে ভরিয়ে তুলুন 'গুঞ্জন'-এর পাতা। সকলে সুস্থ থাকুন ও ভালো থাকুন। ■

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন

বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

হস্তাঙ্কন

R.I.P
King Pele
you are always in my heart

GoodBye 2022

Maradona, I am here

It's time to go for me, Leo. GoodBye.

Pele, We are gonnabe teammate again

GoodBye, Have a nice rest

ছবির নামঃ বিদায়ী সম্বর্ধনা...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১৩ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল

https://www.facebook.com/groups/183364755538153

কলম হাতে

পুস্তক পর্যালোচনা

মানুষ ও মানবিকতাকে একসূত্রে গাঁথার এক নিবিড় উপাখ্যান: কাঁটাতার

নাহার আলম (বাংলাদেশ)

ভারতের হাওড়ার সালকিয়ার সুযোগ্য গুণীজন। পড়াশোনা বাঁকুড়া কলেজ শেষে দিল্লিতে জার্নালিজমে স্নাতকোত্তর। তারপর কর্মজীবন শুরু করেন কলকাতা দূরদর্শনে। তাঁর ছোট বড় শতাধিক গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় – আনন্দবাজার, দেশ, যুগান্তর, আজকাল, বর্তমান, দৈনিক বসুমতী ইত্যাদিতে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও তাঁর লেখা বেশ কিছু নাটক কলকাতার বিভিন্ন নাট্য মঞ্চে ও রেডিওতে পরিবেশিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয় যুগান্তর ১৯৮৪ সালে। শুরুতে তিনি শিশুতোষ গল্প লিখেছেন। পরে গল্প, উপন্যাস লেখায় সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন। আকাশবাণী দিল্লির রিপোর্টার পদে থেকেই অবসর নেন।

এতক্ষণ যাঁর কথা বললাম তিনি সেই গুণীজন। যাঁর নাম স্বপন দত্ত। তাঁর রচিত তিনটে উপন্যাস – “আশাবরী”, “রবে নীরবে”, এবং (সম্প্রতি প্রকাশিত) “কাঁটাতার”

(২০২১)। বাংলাদেশের বাসিন্দা হলেও, ভাগ্যক্রমে তাঁর তিন তিনটে উপন্যাসই পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। পড়তে পড়তে ক্লান্ত নয় বরং বইয়ের শেষটুকু শেষ করার নেশায় ডুবে থাকতে হয়েছিল।

কবি, লেখকগণ তাঁদের যাপিত জীবনের চারপাশের ঘটে যাওয়া ঘটনাকে উপজীব্য করেই কলমের নিখুঁত আঁচড়ে গড়ে তোলেন কাব্য, গল্প, উপন্যাস। তিনিও তার ব্যতিক্রম নন। উপজীব্য করেছেন বাস্তব অভিজ্ঞানকে, প্রতিবেশের সাথে কাহিনীর পরম্পরায় সন্নিবেশিত করেছেন কয়েক ধাপ জীবনের ইতিকথা।

"কাঁটাতার" মানেই সীমাবদ্ধ সীমারেখার কথাই মনে করিয়ে দেয়। হ্যাঁ, এখানেও ভারত বাংলাদেশের সীমানা প্রাচীর কাঁটাতারকে কেন্দ্র করে লেখা হলেও এর ঈক্ষণ বিন্দুতে আছে ভিন্ন ইঙ্গিত। যা মোটেই নেতিবাচক নয়, বরং অবশ্যই ইতিবাচক। এটি মূলত দীর্ঘ অতীত থেকে বর্তমান-সময়ের বিস্তারে ঘটে যাওয়া দেশীয়, বৈশ্বিক রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, জাতিগত দ্বন্দ্বের নানা উত্থান-পতন, জয় পরাজয়ের এক অনবদ্য ইতিহাস। ১৯৬৬ সাল থেকে ২০২০ সালের মাঝে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো গল্পের ছলে বেশ অনেকটা প্রবন্ধের আমেজ নিয়ে এসেছ। যা অবশ্যই প্রবন্ধামোদীদের বাড়তি আনন্দ জোগাবে – এবং সঠিক তথ্যসমেত। নিঃসন্দেহে এটি ওনার এই উপন্যাসের

পুস্তক পর্যালোচনা

অন্য এক ভিন্নতর দ্যোতনার সৃষ্টি করেছে। উঠে আসে ১৯৬৬'র দাঙ্গার চিত্র, ১৮৯৩ এর গো-হত্যা বিরোধী দাঙ্গার ভয়াবহ ক্ষয় ও ক্ষতি, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশভাগ। আসে কাশ্মীর প্রসঙ্গ, লাদাখের প্রসঙ্গও। এছাড়াও আসে মহামারি কোভিড নাইনটিন প্রসঙ্গও। বাংলাদেশের বাগমারা গ্রামের দত্ত বাড়ির চিত্র – যেন সে সময়কার দাঙ্গায় জন্মভিটা ছাড়ার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে সবার চিত্র তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক।
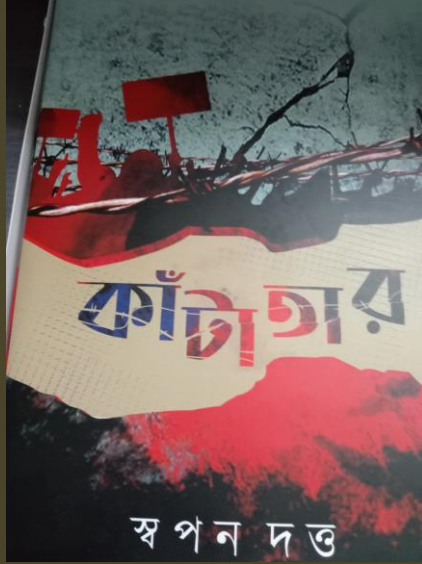
প্রকাশনা : অন্বেষা (কলকাতা)

প্রচ্ছদ : নচিকেতা মাহাত

মূল্য : ২৩০ টাকা

পুস্তক পর্যালোচনা

খুব বেশি চরিত্রের সাড়ম্বর নেই। নেই অতিরঞ্জিত কোনো বাক্যালাপও। অনিবার্য, অথচ মার্জিত ভাব ও ভাষার সুন্দর সমন্বয়ে ওনার লেখার মুনশিয়ানার পরিচয় মেলে।

সাংবাদিক ও লেখক রাজদীপ, সুকন্যা, ঐশ্বর্য, রজত, তনুজা, আসাদ, আসমা, সলমন, শাহিদ, অতনু, সোহেল-হামিদা চাচা দম্পতি, তনুশ্রী, রাধারাণী (শাহানারা, তোর্সা), শংকর সেন এইসব গুটিকয়েক চরিত্র নিয়ে লেখা উপন্যাসটি। এর মূল প্রেক্ষণ বিন্দু মূলত জাত কুল ভেদাভেদকে ডিঙিয়ে হিন্দু-মুসলিমের এক হয়ে যাবার এক মানবিক সুন্দর সমন্বয়ের অসামান্য চিত্র।

লেখক ও সম্পাদক রাজদীপকে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে – এ কোন সত্যের মুখোমুখি হতে দেখা যায়? আসমা তার স্বামী সংসার ছেড়ে দত্ত বাড়ির কর্তা তনুজার সন্তানকে নিয়ে কলকাতার সোহেল চাচার বাড়িতে ওঠে। মায়ের মমতায় লালন করে তনুজার মেয়ে তনুশ্রীকে। তারপর ঘটে যাওয়া ঘটনায় পর পর আসে আরও বেশ কিছু চরিত্র। যেমন– শাহিদ, অতনু, রাধারাণী, শাহানারা, তোর্সা, শংকর সেন। তোর্সা নামের বাংলাদেশের কবি, যে কি-না নিজ ঘরেই স্বেচ্ছা নির্বাসনে থেকে সাহিত্য সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত কবি হয়ে উঠেছে। কেন তার এমন আড়ালবাস? কী তার পরিচয়? রাজদীপের সাথেই বা তার সংযোগ হলো কী করে, কী পরিচয়ে? ইত্যাদি সব তথ্য জানতে হলে বইটিকে পড়তেই হবে।

বলা বাহুল্য, এখানে রাজদীপের চরিত্রটি কাল্পনিক নয়। যা উপন্যাসের শেষে ঔপন্যাসিক নিজেই জানালেন, এবং সে দিক থেকে বলতেই পারি, উপন্যাসটি অনেকটাই আত্মজৈবনিক উপন্যাস।

সর্বোপরি, মানবিকতার সু-মহান ঔজ্জ্বল্যের কাছে হেরে যায় কাঁটাতারের মতো শক্ত বেষ্টনিও, জয় হয় সহমর্মিতার, জয়ী হয় মানুষ। কোনো বাঁধাই, বাঁধা নয়, সহমর্মিতার শুদ্ধ বোধ নিয়ে বেঁচে থাকে মায়ের আদরের মতো মমত্ববোধ। যেখানে কে হিন্দু কে মুসলিম কে খৃষ্টান এসব বিবেচ্য বিষয় নয়, মানুষ মানুষেরই জন্যে – এটিই মুখ্য।

ভাষার চাতুর্য, চরিত্র নির্মাণ, সময়ের প্রেক্ষাপট, স্থাণিক, ভৌগোলিক, সামাজিক স্তরের নানা খুঁটিনাটি বিষয়গুলো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুবিন্যস্ত করেছেন লেখক। যে কোনো পাঠককে সত্য তথ্য জানার পাশাপাশি একটি নিটোল উপন্যাস পড়ার মুগ্ধতাও দেবে এই বইটি। বইটি পাঠান্তরে আমি এ কথা নিঃসন্দেহে বলতেই পারি।

বইটি পাঠক মহলে অতিশয় সমাদৃত হোক। সফলতার চূড়ান্তে উপনীত হোক। এমন শুভ কামনা করছি। ■

বিশেষ ঘোষণা

আগামী জানুয়ারি ২০২৩ থেকে 'গুঞ্জন' একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হবে।

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

শিব দুহিতা নর্মদা

অষ্টম পর্যায় (২)

ডাঃ অমিত চৌধুরী

খুব সকালে কুয়াশার মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছি। জাতীয় সড়ক ধরে হাঁটা খুব সমস্যা। দ্রুত গতিতে গাড়িগুলো চলে যাচ্ছে। আজ ১৩ই নভেম্বর। প্রায় ৮ কিলোমিটার হেঁটে এলাম অলিবু গ্রামে। একটু বিশ্রাম নিয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে রাস্তা ধরলাম। আমরা এলাম প্রীত নগর গ্রামে। চলার শেষ নেই। কাল বেশি হাঁটা হয়নি, তাই আজ ভালো করে রোদ ওঠার আগে যতটুকু হাঁটা যায় তারই চেষ্টা। আমরা এলাম কাঁকড়িয়া গ্রামে। নর্মদার তীরে একটি আশ্রম আছে। কৃষ্ণানন্দ মহারাজ আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। ভোজন প্রসাদ না করে যেতে দিলেন না।

সকাল থেকে প্রায় ছ' ঘণ্টা হাঁটা হয়ে গেছে। তাই একটু বিশ্রামের দরকার। এখানেই স্নানাহার করে মহারাজের সাথে আলাপ পরিচয় করতে বসলাম। উনি বললেন, কিছুটা দূরে আছে গঙ্গেশ্বর মহাদেব। কিন্তু পরিক্রমাবাসীরা ওখানে যেতে পারে না। গেলে নর্মদা খণ্ডন হয়ে যায়। আমরা সে চেষ্টাও করিনি। দূর থেকে মহাদেবকে প্রণাম করে মহারাজের কাছে বিদায় অনুমতি চাইলাম। উনি আমাদের সাগ্রহে

পরিক্রমার মার্গ দেখিয়ে দিলেন।

আনুমানিক পাঁচ কিলোমিটার মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে রাস্তা পেলাম। গ্রামটির নাম বাবরখেড়ি। এখানে প্রথম বাজীরাওএর সমাধিস্থল। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে মারা যান মহারাষ্ট্রের চতুর্থ পেশোয়া। ১৭০০ সালের ১৮ই অগাস্ট জন্ম ১৭৪০ সালে ২৮শে এপ্রিল মৃত্যু।

বাজীরাওএর সমাধির পাশ দিয়ে রাস্তা। রাস্তা বললে ভুল হবে কোনো রকমে চলা যায়। আমরা পেলাম খাড়াই নদী। পেরিয়ে এলাম বাকাওয়া গ্রামে। এটি মধ্যপ্রদেশের শেষ জেলা। পরিক্রমার পথে কিছুটা মহারাষ্ট্র তারপর গুজরাট শুরু হবে। এই জেলাটির নাম খড়্গুন। নর্মদার অনেকটা উঁচু পাড়ে একটি আশ্রম পেলাম। অনেক নীচ দিয়ে নর্মদা বয়ে যাচ্ছে। খুব মনোরম জায়গা। মহারাজ আমাদের রাত্রে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আজ ১৪ই নভেম্বর। প্রাত্যহিক কাজ সেরে মহারাজকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়েছি। সকাল ৭টা। মাঠের ভিতর দিয়ে রাস্তা। এই গ্রামে শিবলিঙ্গ তৈরি হয় প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে। লেখা আছে দেখলাম ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দাম। এই বাকাওয়া গ্রামের শিবলিঙ্গ বিদেশেও যায় বলে শুনলাম। যতটা সম্ভব দ্রুত হেঁটে চলেছি। ১০ কিলোমিটার মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটার পরে যে গ্রামটি পেলাম তার নাম তেলীভট্যান। এলাম সীতারাম দাসজীর আশ্রমে। এখানে আছেন বুধেশ্বর মহাদেব। মহারাজ খুব

ব্যস্ত। আমাদের সদাবর্ত দিয়ে অন্য কোনো আশ্রমে যাবেন তাই বেশি কথা বলার সময় পেলেন না। অবাক হয়ে দেখলাম ১১৫ বছর বয়সের ভারে নুব্জ মহারাজ নিজেই একটি অলটো গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন। যদিও আমাদের হাতে সময় ছিল এবং আশ্রমের সবাই আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভোজন প্রসাদ পাওয়া যাবে বলে জানালো কিন্তু তবুও সময় নষ্টর অজুহাতে আমরা না খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম।

আমরা এলাম বিল্যকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে। এক উদাসী সাধু বসে আছেন। সাতপুরা পর্বতের উপর মহাদেব টিলায় এই মন্দিরটি অবস্থিত। পাশেই নর্মদার সাথে তাপ্তি নদীর সঙ্গম হয়েছে। প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। পাশেই আর একটি সাধু কুটির ছিল। সেখানে চা খেয়ে আবার পথে নেমে পড়েছি।

এর মধ্যে অশোক দাসজীর স্ত্রী ফোন করে ছিলেন। ওনাকে আমি নর্মদা তট থেকে পাওয়া একটি শিবলিঙ্গ দিয়ে ছিলাম। সেই শিবলিঙ্গটি উনি ওনার বাড়ির তুলসী তলায় রেখে ছিলেন। পরে দেখেন ওখানে আরও দু'টি শিবলিঙ্গ তৈরি হয়েছে এবং ক্রমাগত আকৃতিতে বড় হচ্ছে। বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর। যদিও এই ধরণের শিবলিঙ্গের কথা আগে শুনেছি। আমার এক সহকর্মী দিদির বাড়িতেও এই চরিত্রের শিবলিঙ্গ বহু ছিল। এই শিবলিঙ্গগুলিকে বলে বর্ধমান শিবলিঙ্গ। আকৃতিতে এবং সংখ্যায় বৃদ্ধি পান বলে এই নামেই ইনি পরিচিত। কোনো বিশেষ জায়গায় পাওয়া যায় বলে এই

নাম নয়। আমরা এসে পৌছালাম একঠরি বাবার আশ্রমে। ২০ বছর একপায়ে নর্মদার দিকে মুখ করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে নর্মদা মন্ত্র জপ করে সিদ্ধ হয়েছেন। এই মুদ্রাটিকে বলে শাম্ভবী মুদ্রা। জায়গাটির নাম গোধারীঘাট। মহাদেব টিলার উপরেই এই আশ্রমটি। এটি সোমতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ।

এখানেই আলাপ হলো একটি কম বয়সী রমতা সাধুর সাথে — নাম শিবানন্দপুরী। তাঁর মাত্র ৩০ বছর বয়স। রাজস্থানী শরীর। মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিমাতার অত্যাচারে সংসার থেকে বেরিয়ে পড়েন। চিত্রকূটে গুরু দর্শন হয় এবং গত পাঁচ বছর ধরে নর্মদার তট ধরে হেঁটে চলেছেন। নর্মদার জল ছাড়া আর কিছুই খায় না।

ওনার হাতের একটি চর্ম রোগ দেখিয়ে বললেন, “প্রারব্ধ ক্ষয় করছি।” আমাকে আরও বললেন, “তোমার কাছে একটি মলম আছে ওটি আমাকে দাও তোমার ওষুধেই আমার রোগমুক্তি হবে।” পরের দু’দিন সাথীটি আমাদের সাথেই ছিলেন। দেখলাম, একটি সাধারণ মলমে সাধুটির চর্মরোগ ভালো হয়ে গেছে। সাধুটি আমাদের উপর খুব সন্তুষ্ট। তিনি বললেন, “তুমি আমাকে রোগমুক্ত করলে, আমিও তোমাকে কিছু দেবো।”

দুপুর দু’টো। বেরিয়ে পড়েছি। তরুণ সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গী। পাহাড়, জঙ্গলকে পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চলেছি। সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু থাকার জায়গা পাইনি। আমরা এলাম লোহা গ্রামে। তখন রীতিমতো সন্ধ্যা। দু’দিকে

চাষের ক্ষেত, মাঝখানে রাস্তা ভেদ করে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে আজকের মতো আশ্রয় পেলাম। খুব বড় আশ্রম। সাধুটি কিন্তু শ্মশানেই রাত কাটালেন।

মহাভারতে আছে মার্কেণ্ডয় বলেছিলেন, "এখানে নর্মদায় স্নান করে শিবের পূজো করলে যুদ্ধ জয়ের ফল লাভ পাওয়া যায়। পুষ্যা নক্ষত্র ও অমাবস্যা তিথিতে এই ভূতেশ্বর মহাদেবের পুজো করলে বংশের সমস্ত গৌরব ফিরে পাওয়া যায় এবং হিতকর সন্মান ফিরে আসে।" মার্কেণ্ডয় বলেছেন, "এই মহাদেবের দর্শন করলে সর্ব তীর্থ দর্শনের ফল পাওয়া যায়।"

"নর্মদে হর"

...ক্রমশ ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

রোমাঞ্চ

গভীর গোপন

দ্বিতীয় পর্ব, প্রথম অধ্যায়

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

দু'জন একরাশ মন খারাপের বার্তা নিয়ে যখন বাড়ি ফিরল তখন সন্ধ্যা নাবো নাবো। উদ্বিগ্ন শ্বশুর তাদের মুখ দেখেই যা বোঝার বুঝে গেলেন। শুধু বৌমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি রেস্ট নাও, খেয়ে দেয়ে রাত্তিরের মধ্যে প্রকৃত সত্যিটা আমাকে নিশ্চয়ই জানাবে, নাহলে বড্ড দেরী হয়ে যাবে। আমাকে যা করার তা কালকের মধ্যেই করতে হবে।"

সুবর্ণরেখা শ্বশুরের মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বলল, "হ্যাঁ বাবা, আজকে রাত্রিরেই সব বলব, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।"

"হ্যাঁ বলো বৌমা, কি তোমার শর্ত?" 'বৌমা' কথাটা বার বার শুনে সুবর্ণর বুকের ভিতর থেকে একটা দলা পাকানো কষ্ট সৃষ্টি হয়ে দুই চক্ষুর মধ্য থেকে অনন্ত বারিধারা হয়ে বইতে লাগল। সুবর্ণ বলল, "আমি রুদ্ধদ্বার কক্ষে সবকিছু আপনাকে খুলে বলব, সেখানে কেউ থাকবে না, এমনকি আপনার ছেলেও না, আর আমি যা আপনাকে বলব তা আপনি বাড়ির কাউকে জানাতে পারবেন না। জানিনা আমার ভাগ্যে কি আছে। যদি পুলিশ মামলা করে ও চার্জশীট দেয়

তাহলে ট্রায়ালের সময় না হয় সবাই সব কিছু জানবে।” এই বলে উচ্চস্বরে ক্রন্দন শুরু করে দিলো সে। শ্বশুর সান্তনা দিয়ে বললেন, “ঠিক আছে, কেউ তোমাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করবে না। আমি জানি এই বাড়িতে এখনও আমার কথাই শেষ কথা। রমলা, নীলু তোমরা কেউ কোনদিন এই সম্বন্ধে সুবর্ণকে কিছু বলবে না বা জিজ্ঞাসা করবে না। কিন্তু তা বলে এটা যেন না হয়, তোমরা ওকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে বা অপমানকর কথা বলবে।” সবাই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। সুরেন্দ্রনাথ বললেন, “এই কেসের দায়িত্ব কাল থেকে আমি নিলাম।” সুবর্ণ শ্বশুরের পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করে কাঁদতে লাগল। বৌমা তুমি ঘরে যাও, রাত্তিরে কথা হবে। সুবর্ণর ক্রন্দনে আকাশ, বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

রাত্তিরে শ্বশুরের রুদ্ধদ্বার কক্ষ থেকে সুবর্ণরেখা যখন বেরিয়ে এল তখন প্রায় দু’টো বাজে। এদিকে নীলোৎপল বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগল, দু’ চোখের পাতা এক করা তো দূরের কথা। সুবর্ণ ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, “এখনো ঘুমাওনি কেন?” না, ঘুম কি অত সহজে আসে, আর তাছাড়া তুমি আসোনি তাই...” সুবর্ণ Wash Basin-এ চোখে-মুখে জল দিয়ে নীলুর পাশে এসে শুয়ে পড়ল।

নীলু চুপচাপ, কিছুই জিজ্ঞাসা করছে না, কারণ সে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুবর্ণ হঠাৎ নীলুর বুকে মুখ গুঁজে

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। নীলু আবেগমথিত হয়ে পড়ল, সুবর্ণকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরল। ভালোবাসা গভীর, অসীম, অন্তহীন, মানুষের দেহজ সূক্ষ্ম মনের একটা অনুভূতি। আনন্দ, দুঃখ-কষ্টে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে, কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, দুঃখ-কষ্টে সে বেশী সংবেদনশীল হয়। ভালোবাসা যেন পদ্মপাতায় জমে থাকা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার গোলাকার জলের বিন্দু। অনেক যত্নে পদ্মপাতা তাকে গভীর ভালোবাসায় তার বক্ষে ধারণ করে, ভারী বাতাস, জলের ঢেউ তাকে আন্দোলিত করে, তার ভালোবাসার বিন্দুকে ফেলে দিলেও আবার তাতে জলবিন্দু এসে জমে। মানুষের ভালোবাসাও ঠিক তাই, তাকে একবার রোপন করলে ছাড়া যায় না, হয়তো মানুষ ছেড়ে যায়, কিন্তু মনের ভালোবাসাটা মনের গহনে থেকেই যায়। তাই বৌ যতই অন্যায় করুক না কেন, নীলুর ভালোবাসা তো মিথ্যা নয়। গভীর আবেগে নীলু সুবর্ণর কপালে একটা চুমু খেল।

পরের দিন দুজনের ঘুম ভাঙলো খুব বেলায়। নীলু তাড়াতাড়ি উঠে সুবর্ণকে ডেকে দিল। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নীলু স্নানে গেলো, কারণ তাকে অফিস যেতে হবে, আর সুবর্ণ অফিস থেকে লম্বা sick leave নিয়েছে — যদিও অনেক গড়িমসি করার পর রিজিওনাল ম্যানেজার ছুটি sanction করেছেন। তার মূল কারণ হলো, অফিসে পুলিশ গিয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। যেহেতু সাদা পোশাকের

পুলিশ রিজিওনাল ম্যানেজারের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে কথা বলে এসেছে, তাই মনে হয় অফিসের অন্য কেউ কিছু জানে না। জানলে কয়েক ডজন ফোন ইতিমধ্যে এসে যেত। সুবর্ণ খুব ভালো করে জানে পুলিশ যদি ২৪ ঘন্টা তাকে লক-আপে রাখে, তাহলে অফিস তাকে Suspend করে দেবে। শ্বশুরমশাই কালকে রাত্তিরে সে কথা জানিয়েছেন। তাই অফিস যাবার তার কোন তাড়া নেই। সে উঠে চটপট নীলুর অফিস যাবার জিনিসপত্র রেডি করে রাখল। রান্নাঘরে গিয়ে তার খাবারের ব্যবস্থা করতে লাগল।

"হ্যালো, বিশ্বজ ভট্টাচার্য বলছ!"

"হুঁ, বলছি!"

"আমি সুরেন্দ্রনাথ বলছি, আজকে তাহলে হাইকোর্টে ঐ আপিলটা উঠছে?" ওপ্রান্ত থেকে কি উত্তর এল তা সুরেন্দ্রবাবুই খালি শুনেছিলেন, শুধু বলে উঠলেন "ঠিক আছে, আমি একটা নাগাদ হাইকোর্টের চেম্বারে তোর সঙ্গে দেখা করছি।" সুবর্ণ খাবার রেডি করছে, কিন্তু কানটা তার শ্বশুর মশাইয়ের কথা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল। তাহলে বাবা আজকে হাইকোর্টে যাবে, আজকে আপিলটা উঠবে। ভগবান ঐ'টা যেন আজকে হয়ে যায়।

"ক্রিং ক্রিং ক্রিং! হ্যালো ডি.এস.পি.!"

"হ্যাঁ স্যার, কি বলছেন?"

"বলছি, বালিগঞ্জ ও.সি.-কে বলুন আজকে বাড়িতে যেন

না আসে। আজকে আমি সারাদিন বাড়িতে থাকবো না। কালকে আসতে বলুন, কাল সবসময় থাকব। সুবর্ণ বুঝল, শ্বশুরমশাই পুরোদমে কেসটা হাতে নিয়েছেন। কৃতজ্ঞতায় তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। রেডি হয়ে নীলু প্রতিদিনকার মত বলল, "আসি। তুমি এবার ব্রেক ফাস্ট করে নাও, আর দুপুরে আমি একবার ফোন করে খোঁজ নেব।" সুবর্ণ জলভরা চোখে ভাবল – এই মানুষটাকে না জানি আমি কত কষ্ট দিয়েছি। বেরোবার মুখে সুরেন্দ্রনাথ বললেন, "নীলু আজকে দুপুরে আমি তোকে ফোন করতে পারি, একটু এলার্ট থাকিস।" নীলু 'হ্যাঁ' বলে বেরিয়ে যাবার মুখে উনি আবার বললেন, "আজকে আমি গাড়ি নিয়ে বেড়োবো, তুই ট্যাক্সি নিয়ে অফিস চলে যা..." হ্যাঁ বাবা, "তাই যাচ্ছি।"

সারাটাদিন সুবর্ণরেখা ছটফট করতে লাগল। খাবার খেতে পারেনি। ভয়ে মুখ-চোখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে। মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি খাওয়া-দাওয়া করছো না কেন? দুপুরবেলা তো একমুঠো ভাতও মুখে তোলোনি। তোমার শ্বশুরমশাইতো ব্যাপারটা দেখবেন বলেছেন। তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন মা? দেখো মা, তুমি যদি কিছু অন্যায় করে থাকো, তার জন্য তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে। আর সেই শাস্তি প্রাপ্তিতে তোমার অনুশোচনার আগুন নিভে যাবে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তোমার কিছু একটা ব্যাপারে

অনুশোচনা হচ্ছে। ভয় পেয়ো না মা, তুমি শাস্তি পেলেও আমরা তোমাকে মেয়ের মতোই বুকে তুলে নেব।” 'মা মা' বলে সুবর্ণরেখা শাশুড়ির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। “যাও মা, ঘরে রেস্ট নাও, একটু চা করে দেব। না, মা আমি ঘরে যাচ্ছি ।”

ঘরে এসে সুবর্ণ ছটফট করতে লাগল। প্রতিটা মুহূর্ত তার কাছে যেন এক-একটা দিন। খালি মোবাইল দেখছে আর ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজল। এখনও বাবার কোনো ফোন নেই। তবে কি? বুকের মধ্যে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়ছে। একবার কি বাবাকে ফোন করা যায়, না, তা করা উচিত হবে না, আর তা ছাড়া ভিড়-ভাট্টার মধ্যে উনি শুনতেও পাবেন না । কই নিলুও তো ফোন করল না। ঘড়ির কাঁটা আর মোবাইল ছাড়া সুবর্ণর মনে কিছু আসছে না। শাশুড়ি চা নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, “এ কি তুমি ওরকম করছ কেন? Nervous breakdown হয়ে প্রেসার fluctuate হয়ে এবার যে তুমি পড়ে যাবে।”

“মা, মা, বাবা আপনাকে ফোন করেছিলেন?”

“না তো, তিনি তো কাজ কমপ্লিট করে আসবেন বলেছেন। চিন্তা কোরো না মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।”

“মা আমি যে আর পারছি না।”

“নাও, এই গরম চা-টা খেয়ে নিয়ে একটু চুপচাপ বোসতো।” সুবর্ণ কাঁপতে কাঁপতে মা’র হাত থেকে চা নিয়ে

বিছানায় ধপাস করে বসে পড়ল। ঢক ঢক করে জল খেয়ে, গরম চা খেয়ে ধাতস্ত হবার চেষ্টা করতে লাগল। এইরকম উত্তেজনা সে কোনদিন জীবনে অনুভব করেনি, এমন কি সেই দিনও নয়। ঘড়ির ঘন্টা ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল, আর সুবর্ণর বুকের মধ্যে কে যেন পাঁচটা হাতুড়ির ঘা মারল। আর ঠিক সেই সময়ে সুবর্ণর মোবাইলের রিং টোনটা বেজে উঠল। কম্পিত হাতে মোবাইলটা নিয়ে সুবর্ণ একদম বসে যাওয়া গলায় বললো, "হ্যালো..."

ওপ্রান্ত থেকে শ্বশুরের গলা ভেসে উঠলো, "বৌমা তো?" সুবর্ণ তখন রীতিমতো ভয়ে কাঁপছে। শোনো খুব ভালো খবর আছে। তুমি হাইকোর্ট থেকে Anticipatory Bail (আগাম জামিন) পেয়ে গেছ। সুবর্ণ কোন উত্তর দেবার মত অবস্থায় ছিল না। অঝোরধারায় 'বাবা বাবা' বলে কাঁদতে লাগল। রমলা (শাশুড়ি মা) ছুটে এসে সুবর্ণর হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে 'হ্যালো হ্যালো' বলতে সুরেন্দ্রনাথ বললেন, "কে রমলা, শোনো, বৌমা হাইকোর্ট থেকে Anticipatory Bail পেয়ে গেছে। শুধু দুটি শর্ত আছে — সপ্তাহে একদিন করে থানায় হাজিরা দিতে হবে, আর কলকাতা ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। আমি খোকাকে খবর দিয়ে দিয়েছি, সেও খুব খুশি। আমি রায়ের কপি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়িতে ফিরব। চিন্তা কোরনা, আর বৌমাকে সামলাও। রমলার চোখ-মুখ খুশিতে উজ্জ্বল

হয়ে উঠল। মোবাইলটা রেখে তিনি সুবর্ণকে বললেন, "বৌমা তুমি অত কান্নাকাটি করছ কেন? তোমার তো আগাম জামিন হয়ে গেছে।" সুবর্ণ শাশুড়ির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

পরের দিন সুরেন্দ্রনাথ আলিপুর কোর্টে গিয়ে হাইকোর্টের Anticipatory Bail-এর কপি নিয়ে আলিপুর কোর্টে আবার একটা Bail petition করলেন। আইনত হাইকোর্ট থেকে জামিন পাবার পর লোয়ার কোর্ট থেকেও জামিন নিতে নয়। অবশ্য এই জামিন পেতে কোন অসুবিধা হোল না । হাইকোর্টের একই ধারায় লোয়ার কোর্টও জামিন মঞ্জুর করল। স্টেপ বাই স্টেপ, সুরেন্দ্রনাথ আইনমাফিক কাজ নিঃশব্দে করে চলেছেন। ইতিমধ্যে ডি.এস.পি. জানাল যে আপাতত পুলিশ বাড়িতে যাচ্ছে না। নিয়মমাফিক আগামী শুক্রবার সুবর্ণ যেন বালিগঞ্জ থানায় বেলা তিনটার সময় উপস্থিত থাকেন।

সকাল থেকে সুবর্ণর উত্তেজনার পারদ বাড়ছে। আজকে বালিগঞ্জ থানার ও.সি. ইন্টারোগেট করবে, কি নাম যেন লোকটার - মিঃ বটব্যাল। আজকে আবার নীলু সঙ্গে যেতে পারবে না, অফিসে জরুরি মিটিং আছে, লাঞ্চ রিসেসের পরও মিটিং চলবে। নীলু খুব চেষ্টা করবে তাড়াতাড়ি মিটিং থেকে বেরিয়ে আসতে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে নীলু বছরখানেক হোল অন্য ব্রাঞ্চের সিনিয়র ম্যানেজার হিসাবে

জয়েন করেছে। তাই আজ শাশুড়ি মা সঙ্গে যাবেন, বাড়ির ড্রাইভার তাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে, আবার ফেরার সময় নিয়ে আসবে। দুপুরের লাঞ্চ সুবর্ণ ঠিকমত করতে পারলো না, আর তা না পারাটাই স্বাভাবিক। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা, আর উকিলে ছুঁলে বাহাত্তর ঘা।

নির্দিষ্ট সময়ে তারা বালিগঞ্জ থানায় এসে উপস্থিত হল। আজকে থানায় খুব ভীড়। মনে হয় কিছু ঝামেলা-টামেলা হয়েছে, ও.সি.-র ঘরে অনেক লোক, সবাই উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। সুবর্ণ আর্দালিকে জানাল, আজকে তিনটের সময় আমার appointment আছে। আর্দালি বলল, "বসুন, ভিতরে লোক আছে, আমি স্লিপ দিয়ে আসছি। বড়বাবু ঠিকসময় আপনাকে ডেকে নেবেন। আধঘন্টা ধরে সুবর্ণরা বসে আছে। ও.সি.-র ঘরে সেই হট্টগোল চলছে। আরও মিনিট দশেক পরে পাজামা পাঞ্জাবী পরিহিত একটি লোক তার সাঙ্গপাঙ্গ সমেত ও-সির ঘর থেকে বেরোলেন আর পিছন পিছন ও.সি. বলে উঠলেন, এক্ষুনি ফোর্স পাঠাচ্ছি স্যার।"

"ও তাই বলি, উনি কোনো নেতা হবেন, সমস্যায় পড়ে থানায় এসেছিলেন, তাই ও.সি. সাহেবের এত গদগদ ভাব।" সদলে তারা বেরিয়ে যাবার পর ও.সি. থানার পাশে একটা ছোট্ট নর্দমায় ফক করে পানের পিক ফেলে ঘরে

ঢোকবার মুখে সুবর্ণকে দেখে বললেন, "ও আপনি এসে গেছেন, বসুন একটু পরে ডাকছি।" বড়বাবুর ঘরে আবার কয়েকজন পুলিশ ঢুকে আরও কিছুক্ষন কথাবার্তা বলে আরও কিছুটা সময় নষ্ট করার পর সওয়া চারটে নাগাদ সুবর্ণকে ভিতরে ডাকা হল।

"বসুন, হ্যাঁ আমরা কোথায় যেন সেদিন শেষ করেছিলাম।"

"সে তো আপনার রেকর্ডে আছে, আমি কি জানি।" সুবর্ণ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল।

"হুঁ..." বলে ও.সি. একটা জাবদা ফাইল বার করে বললেন, "তাহলে আপনি সেদিন সারাদিন সতীশবাবুর সঙ্গে ছিলেন এবং রাত্তিরেও।"

"না রাত্তিরে ছিলাম না।"

"আরে দাঁড়ান দাঁড়ান, তার মানে আপনি স্বীকার করছেন যে আপনি রাত্তিরে না থাকলেও, সারাদিন সতীশবাবুর সঙ্গে ছিলেন।"

"আজ্ঞে না, সন্ধ্যাবেলা কয়েক ঘন্টার জন্য দেখা হয়েছিল।"

"তাহলে আপনি প্রথমে বলেছিলেন যে, সতীশবাবুর সঙ্গে সেদিন আপনার ফোনে কথা হয়েছিল, দেখা হয়নি, এখন বলছেন সন্ধ্যাবেলা কয়েক ঘন্টার জন্য দেখা হয়েছিল।"

"হুঁ..."

"That's like a good lady. পথে আসুন, এবার সুর সুর করে বলে ফেলুন তো কখন, কিভাবে, কেন আপনারা কণিকাকে খুন করলেন?"

সুবর্ণ বলল, "আমি এই আত্মহত্যা বা খুনের ব্যাপারে কিছুই দেখিনি বা জানিনা। পরের দিন আমি জানতে পারি কণিকা আত্মহত্যা করেছে?"

"আত্মহত্যা নয়, খুন বলুন এবং তা সংঘঠিত করেছেন আপনারা। এখন বড় মানুষের বৌ হিসাবে থানায় এসে ন্যাকামো করছেন?"

"Mind your language"

ও.সি. উত্তেজিতভাবে বললেন, "জানেন আমি ইচ্ছা করলে এক্ষুনি আপনাকে লক আপে ঢুকিয়ে দিতে পারি?"

"না তা পারেন না, এই দেখুন, আমার Anticipatory Bail-এর প্রতিলিপি।"

"জানি জানি, আপনার ম্যাজিস্ট্রেট শ্বশুরমশাই, অবশ্য এখন আর নেই, আইনটা ভালোই জানেন, তাই আগে-ভাগে Anticipatory Bail-এর ব্যবস্থা করে রেখেছেন।"

"ওটা আপনার কাছেই রাখুন, থানা ইতিমধ্যে কপি পেয়ে গেছে..."

"কিন্তু ম্যাডাম, একজন সরকারি আধিকারিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও গালাগালি করেছেন বলে আমি আপনাকে লক আপে ঢুকিয়ে দিতে পারি জানেন।"

"সেটা আপনি কি করে করবেন?" চেঁচিয়ে সুবর্ণ বলে উঠল।

"পারি পারি, চাইলে পুলিশরা সব কিছুই করতে পারে।"

"হ্যাঁ তা পারেন, আপনারা ভালোর চেয়ে মন্দটাই বেশি করেন। ঐ যে টেবিলের নীচে যে মোবাইলটাতে আপনি কল রেকর্ডিং করছেন, এই যন্ত্রটা বলতে পারবে তো, আমি আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি। চাইলে ঐ মোবাইল থেকে আপনারা বিতর্কিত অংশটি এডিট করে বাদ দিতে পারেন। কিন্তু আমার কথা নতুন করে include করতে পারবেন না। এই যা, এই কথাটাও আপনার মোবাইলে রেকর্ড হয়ে গেল।" বড়বাবু থতমত খেয়ে বলে উঠলেন, "মুখ সামলে কথা বলুন। অপরাধীর মুখে বড় বড় কথা মানায় না।"

"আগে প্রমান করুন আমি অপরাধী কিনা, তারপর না হয় ... দেখা যাবে।"

"বড্ড বাচাল মেয়েমানুষ!"

"কি বলছেন?"

সুবর্ণ নিজেও বুঝতে পারছে না, সে বাড়িতে ও অন্যত্র ভয়ে, আতঙ্কে, উত্তেজনায় কেঁচোর মত গুটিয়ে থাকে, কিন্তু থানার এত স্ট্রেট ব্যাটে কি করে খেলছে।

"আসতে পারি?"

"কি সৌভাগ্য! আপনাদের মত স্বনামধন্য লোকেদের থানায় দেখে আমি ধন্য। কথাটার মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ ছিল।"

চেয়ারে সুবর্ণকে দেখে ভট্টাচার্যবাবু বলে উঠলেন, "স্যরি, আমি বাইরে একটু অপেক্ষা করি বরং..."

"না না স্যার, আপনাদের সময়ের খুব দাম। সেরকম লজ্জাজনক কিছু না হলে, আপনি ম্যাডামের সামনে বলতে পারেন।"

এরপর ভট্টাচার্যবাবু যে কথাটা বললেন তাতে ও.সি. সাহেবের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল। ভট্টাচার্যবাবু বললেন, "এই যে ম্যাডাম শ্রীমতি সুবর্ণরেখা চ্যাটার্জী আপনার সামনে বসে আছেন, উনি এখন থেকে আমার ক্লায়েন্ট। তাই বলছিলাম কি..."

"হ্যাঁ উনি আমার client, ইন্টারোগেট আপনি করতেই পারেন। আপনারা ডাকলে উনি নিশ্চয়ই আসবেন। According to high court order সপ্তাহে কিন্তু একবার। কিন্তু ইন্টারোগেট করার সময় কণিকার আত্মহত্যা বা হত্যা যাই বলুন না কেন, সেই সম্বন্ধীয় যে কোন প্রশ্ন আমার client-কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করুন, কোন ব্যাপার নয়, খালি আমার client-এর সন্মানহানি যেন না হয়। অলরেডি আপনি "ন্যাকা, নষ্টামী-ফস্ট্যামি" এইগুলো বলে ফেলেছেন and that's recorded in your mobile. আপনারা চার্জশিট দিলে আপনার conversation-এর অভদ্র কথাগুলি তো লিখবেন না। আমি কিন্তু কোর্টকে বলতেই পারি যে conversation-এর রেকর্ড আমাকে

দেওয়া হোক। তদন্তের স্বার্থে কোর্ট সেই রেকর্ড জমা দিতে বলবে কিনা সেটা অবশ্য কোর্টের ব্যাপার।

বটব্যাল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললেন, "না স্যার, একদম নয়, আমি কণিকাদেবী হত্যা মামলা সংক্রান্ত ছাড়া অন্য কোন প্রশ্ন বা ওনার অসম্মান করব না। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।"

দাঁত বার করে বটব্যাল বলে উঠলেন, "স্যার একটু বসুন প্লিজ, চা আনাই।"

"চা খাবার জন্য আমি এখানে আসেনি।" এই বলে ভট্টাচার্যবাবু সুবর্ণর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার শ্বশুর আমার বিশেষ বন্ধু। ওনার মুখ থেকে তোমার সব কথা আমি শুনেছি। পরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে, কথা হবে। এখন আসি।"

সুবর্ণ কৃতজ্ঞতায় জোড় হাত করে নমস্কার করল। বটব্যাল ফক করে হেসে বলল, "সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ওনাকেও আমি ছেড়ে দিচ্ছি। "তারপর ঐ, মানে ঐ আর কি, সপ্তাহে একবার..."

মিঃ ভট্টাচার্য দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কাগজপত্রে সই করে সুবর্ণ ঘর থেকে বেরিয়ে ভিজিটর বেঞ্চে শাশুড়ি ও নীলুকে দেখে যারপরনাই খুশি হল। ...ক্রমশ ■

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২১

https://online.fliphtml5.com/osgiu/wlch

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ymfp

https://online.fliphtml5.com/osgiu/kabb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/inhj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/nmnj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ckkh

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tlro

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ehsn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ogbi

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zrsw

https://online.fliphtml5.com/osgiu/iirn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/uuyz

পাঠকদের সুবিধার্থে

নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা 'গুঞ্জন'-এর ২০২১ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২২

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ialo

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eusb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tath

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zkwb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lnps

https://online.fliphtml5.com/osgiu/gqaz/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/noyb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/oomz/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eoat/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ubpb/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/rvpr/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২২ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

নীরব জিজ্ঞাসা

শীলা সরকার

রাত্রি তুমি আঁধারের একান্ত আপন
অভিমানী চাঁদের নিংরানো ভালবাসায় সিক্ত
শূন্য হাত বাড়তেই জীবন্ত জোনাকির স্পর্শ
গাছ পাতা ও পাখির বাসার নীরব কথা
একান্ত নিজস্বতার স্বরূপ উন্মোচিত।

নীরব ক্যানভাসে জাগে রাতের ফোঁটা ফুল
স্বপ্নের রাতলিপিতে কথার পরে সাজাই কথা
অসার শরীরে শেষ প্রহরেও প্রাণের স্পন্দন
একটা একটা করে চোখের স্বর্ণ বিন্দু ঝরে
সেই রাতের কাছে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি আসে।

কোটরে একলা বসে শান্ত ঝি ঝি পোকা
আলোর খোঁজে হাঁটে নির্বাক আঁধারের যাত্রী
মৃদুমন্দ হাওয়ায় নীরবতার ফিসফিস
বৃষ্টি এলে তাদের স্বপ্নের ঘরে আগুন জ্বলে
আর প্রচণ্ড পিপাসায় কণ্ঠ শুকায়
রাতের পাখি যন্ত্রণায় তার ডানা ঝাপটায়

প্রশ্ন

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পরে রাতের কোলে।
রাত্রি তোমার কাছে খুব জানতে ইচ্ছে করে
তুমি কি পারো না মনুষ্যত্বের আপন হতে? ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’-তো অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: জানুয়ারি ২০২৩ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই ডিসেম্বর, ২০২২

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) 'গুঞ্জন' এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।

আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com

২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।

৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা 'গুঞ্জন' এর জন্য পাঠাবেন না।

৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।

যমজ উপাখ্যান

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

এক বসন্তের বিকালের গোধূলি বেলায় সমগ্র রাজ্য জুড়ে একটা অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছে। বিশেষ করে রাজমহলের অন্দর ও বাইরের মহলে। অস্তায়মান সূর্যের ম্লান রাঙা আলোয় প্রাসাদ প্রাঙ্গণ অপরূপ সৌন্দর্যে সুশোভিত হয়ে উঠেছে। রাজদরবারের ভিতর ও বাইরের মহলগুলিকে নানান রকমারি ফুল দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে, বলা যায়, একবারে চোখ ধাঁধানো আয়োজন। বাইরে থেকে অজান্তে অনুমান করার উপায় নেই আজকের সভার আয়োজন কি উপলক্ষ্য করে – জয়ের উৎসব, বিবাহ উৎসব নাকি অন্য কিছু!

রাজদরবারের চারিদিক বিশাল বিশাল ঝাড়বাতির আলোয় ঝকমক করছে। রাজদরবারে নানান দেশ থেকে সমবেত হয়েছেন বহু নামী গুণী শিল্পী, রাজা, অভিজাতবৃন্দ, অমাত্য, এবং প্রজাগণ। বলা যায়, এক কথায় চাঁদের হাট বসেছে সম্রাট আকবরের রাজদরবারে। নবরত্ন সভার আটটি রত্ন উপস্থিত আছেন – সভাকবি আবুল ফজল,

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আব্দুল রহিম খান, প্রধানমন্ত্রী বীরবল, গায়ক ফৈজি, উপদেষ্টা ফকির আজিওদ্দিন, সেনাপতি মানসিংহ, গৃহ মন্ত্রী মোল্লা দো-পিঁয়াজা, অর্থ মন্ত্রী টোডরমল। সম্রাট আকবরও রাজ সিংহাসনে বসে অপেক্ষারত। কিন্তু কি জন্য এই বিশাল আয়োজন? আর সম্রাটই বা কার জন্য অপেক্ষারত? যদিও এই শান্ত পরিবেশটাকে কিছু নামী শিল্পীরা একটা হালকা গুঞ্জনের মাধ্যমে বদলে দিতে চাইছেন মুহূর্তের মধ্যে। কেউ বলছেন, 'ওসব শুধু লোক দেখানো, কাজের সময় দেখছ কেমন ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে...' আবার কেউ বা বলছেন 'না এলে তো ভারী মুশকিল হবে, আসল উদ্দেশ্যটাই তো সফল হবে... সেটা কি ঠিক হবে?' এদিকে বিকালের কোলে আঁধারের ছায়া নেমে এল। খানিক বাদেই এক মন্ত্রী সম্রাটের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করলেন। সম্রাট পত্রখানি পাঠ করে এক গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সম্রাট পত্রে উল্লিখিত বক্তব্য অনুযায়ী রাজ দরবারের সব দীপ একে একে নিভিয়ে দেওয়ার আদেশ প্রদান করলেন। নিমেষের মধ্যে আঁধারের যবনিকায় ঢেকে গেল সমগ্র রাজ দরবার। সবার মনে জেগে উঠল ভয় মিশ্রিত কৌতূহল। অবশেষে সব কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটালেন নবম রত্ন মিয়াঁ তানসেন। সম্রাটের অন্যতম রত্ন ও মা সরস্বতীর বরপুত্র তানসেন হলেন আজকের দরবারি খাস সভার মধ্যম মণি। তাঁর রাগ ভিত্তিক গান

দেশে দশে সমাদৃত। শুরু হল তাঁর রাগ ভিত্তিক সঙ্গীত। রাগের ঝংকারে ও অনুরণনে পুনরায় প্রজ্বলিত হল সমগ্র রাজ দরবারের দীপশলাকাগুলি। চারিদিক থেকে আলোর রোশনাইতে সকল আঁধার মুছে গেল। সবার মুখে একই কথা আজ তানসেনের এ কোন রাগের সঙ্গীত, যা এক নিমেষে এমন জাদুকরী চমৎকার ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হল? অভূতপূর্ব ও অনবদ্য বললেও খুব কম বলা হয়।

মিয়াঁ তানসেন তাঁর পরম প্রিয় সম্রাট আকবরের অনুরোধ রাখতে ‘দীপক’ রাগটি গাইলেন তো বটে। কিন্তু আকবর স্বয়ং এর পরিণতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। সঙ্গীতের শুরুতে চারিদিকে প্রজ্বলিত দীপসমুহ দেখে তিনি যতটা অভিভূত ও আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। সেই আনন্দের লহর কর্পূরের মতো উদ্বায়ী হয়ে গেল পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে। তানসেনের দীপক রাগাশ্রিত সঙ্গীত শুধু যে বাইরের পরিবেশ বদলাল তা নয়, এই রাগের প্রভাব গিয়ে পড়ল গায়ক তানসেনের সমগ্র দেহে। তিনি সারা দেহে এক অসহনীয় উত্তাপের জ্বালা অনুভব করতে শুরু করলেন। অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণায় মিয়াঁ তানসেন সেই স্থানেই বাহ্যজ্ঞান হারালেন। রাজসভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এ হেন দৃশ্য দেখে একবারে স্তম্ভিত। এত ভালো সঙ্গীতে যিনি সভা মাতিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর কি এমন হল? মিয়াঁ তানসেনকে সবাই তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন।

এক সপ্তাহের মধ্যে মিয়াঁ তানসেনের শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হতে থাকল। তিনি ধীরে ধীরে আরও দুর্বল হয়ে পড়লেন। সারাক্ষণ তিনি শরীরের ভিতর জ্বালা অনুভব করতে থাকেন। কোন রাজ বদ্যির চিকিৎসাই সফল হল না।

এক সকালে আকবর চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বাগানে পায়চারি করছিলেন। বীরবল সম্রাটের এ হেন অবস্থা দেখে সম্রাটকে উদ্দেশ্য করে তাঁর এই চিন্তার কারণ জানতে চাইলেন। সম্রাট আকবরের কপালে গভীর চিন্তার ভাঁজ। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উৎকণ্ঠার সাথে বললেন, "বীরবল, এ কি হল বল তো? আমি তো এটা কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছি না। নিজেকে সব থেকে বেশি দোষী মনে হচ্ছে।"

বীরবল শান্ত স্বরে জানতে চাইলেন, "কেন মহানুভব, আপনি কেন নিজেকে অপরাধী ভাবছেন? এ তো ওনার নিয়তি।"

"না না... বীরবল তুমি তো বুঝতে পারছ না। আমি যদি আমত্যদের কথা না শুনতাম, তাহলে এ রকম হত না।"

"কি কথা মহানুভব!"

ধারাবাহিক কাহিনী

"ওরা বলেছিল তানসেন যে কত বড় শিল্পী তা একমাত্র প্রমাণ হবে, 'উনি যদি দীপক রাগে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আর এটাই তো হবে ওনার প্রয়াত সঙ্গীত গুরুর প্রতি যথাযথা সন্মান প্রদর্শন।' তানসেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ প্রমাণ করার জন্যই আমি শাহেনশাহী – হিন্দ আদেশ দিয়ে তানসেনকে এই রাগে গান গাইতে বললাম। আর দেখো তাঁর পরিণতি..."

"আপনি আশাহত হয়ে নিজেকে দোষী ভাববেন না মহারাজ। হ্যাঁ আমিও মর্মাহত। তবে ওনার জন্য আমি একজন অভিজ্ঞ ও সর্ব শাস্ত্রজ্ঞানী বিশেষজ্ঞ বদ্যিকে আনার ব্যাবস্থা করেছি। উনি কালকের মধ্যেই এখানে এসে পৌঁছাবেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এবার একটা ব্যাবস্থা ঠিকই হবে।"

যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে সম্রাট আকবর নিরাশার মাঝে আশার ডানা বেঁধে পাখিদের বাসায় ফেরার প্রত্যাবর্তন দৃশ্য এক দৃষ্টিতে পরিলক্ষণ করতে লাগলেন। সম্রাটের পাশে বীরবলও সেই দৃশ্যই একইভাবে উপভোগ করলেন। ...ক্রমশ ■
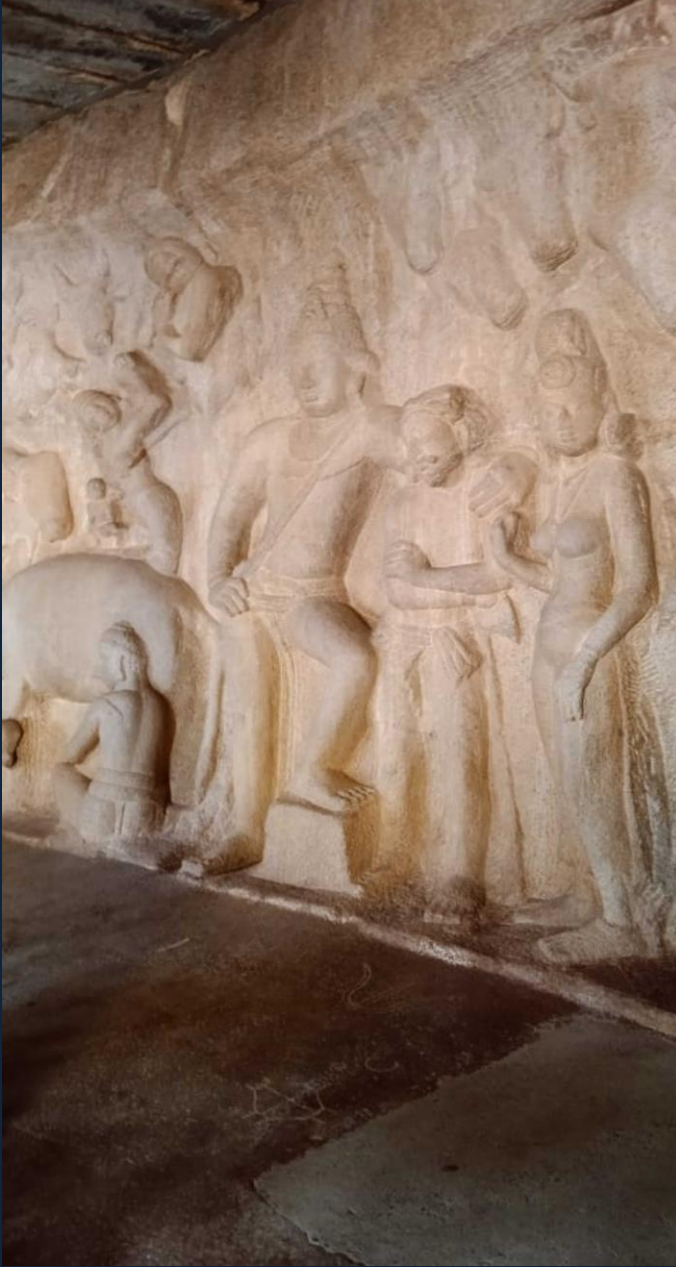
আলোক চিত্র

ছবির নামঃ মহাবলীপুরমের ভাস্কর্য...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

আলোক চিত্র

ছবির নামঃ মহাবলীপুরমের ভাস্কর্য...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

আলোক চিত্র

ছবির নামঃ মহাবলীপুরমের ভাস্কর্য...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

কবিতা পাঠের আসরে

গোবিন্দ মোদক

বইমেলায় কবিতা পাঠ করতে এসেছেন সুশান্তবাবু। ঢোকার মুখেই বাধা পেলেন আমন্ত্রণের কার্ডটি দেখিয়ে তবে নিস্তার মিলল। ভেতরে গিয়ে মঞ্চের সামনে বসলেন সুশান্তবাবু। সেখানে আগত কবিদেরকে দস্তখত করতে হচ্ছে। নিজের নাম নথিভুক্ত করতে গিয়ে যে সমস্ত মন্তব্য সুশান্তবাবুর কানে এলো, তাতে তিনি একেবারেই স্বস্তিবোধ করলেন না। যাইহোক মঞ্চের সামনে বসলেন।

শুরু হলো কবিতা পাঠ। কবিতাগুলো বেশিরভাগই কবিতা পদবাচ্য নয়, তবুও তিনি সেগুলি মনোযোগ দিয়ে শোনবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু শুনবেন কি? শোনবার কি কোনও পরিবেশ আছে? আশেপাশে সুবেশ-সুবেশা কবিদের উচ্চকণ্ঠে পারস্পরিক আলাপ এবং ফেসবুকে-মোবাইলে উচ্চকিত আলাপচারিতা তাঁকে স্বস্তিতে থাকতে দিল না। তাছাড়া কেউ কারোর কবিতা শুনছেন না, শুধু যিনি পাঠ করছেন তিনিই বোধহয় তাঁর কবিতার মর্ম বুঝতে পারছেন। সব কিছু দেখেশুনে তিনি ভাবলেন – কবিতার কী সাংঘাতিক দুর্গতি! এমনটা জানলে তিনি কখনোই কবিতা পাঠ করতে আসতেন না।

যাই হোক, একসময় তাঁর নাম ঘোষিত হল। তিনি মঞ্চে উঠলেন – কিন্তু কবিতা পাঠ করলেন না। তার বদলে অত্যন্ত

ধীরে এবং সংযত স্বরে বললেন — মাননীয় সুধীবৃন্দ, আমার অপরাধ নেবেন না। চারপাশে যা দেখলাম তাতে করে আমার আর কবিতা পাঠের কোনও ইচ্ছা নেই। মনটা তেঁতো হয়ে গিয়েছে। তবে একটা অনুরোধ – যদি কবিকে সম্মান না-ই দিতে পারবেন, তাহলে তাঁকে ডেকে এনে অপমান করবার মধ্যে কি সার্থকতা? আর কবিকে সম্মান না করতে চান আলাদা ব্যাপার, কবিতাকে অন্তত সম্মান করতে শিখুন... যদি কোনোদিন কবিতাকে আপনারা সম্মান করতে পারেন, তাহলেই সেদিন এই মঞ্চে আবার কবিতা পড়তে আসবো। নচেৎ নয়... ভালো থাকুন সবাই।

মঞ্চ থেকে নামার সময় সুশান্তবাবু টের পেলেন তাঁর চারপাশে বর্ষিত হচ্ছে অসংখ্য নিন্দা বাক্য। ■